

৮৬৮/২০  
৫/১১/১৯৮০

# দেহাৰ প্ৰলয় ।

---

শ্ৰীবেণুধৰ ৰাজখোৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত ।

---

মোৰহাট, ১৯২৯ চন ।

---



# উপহাৰ ।



মোৰ ভৱ-খেলাৰ লগৰীয়া  
বন্ধু সকললৈ ।

প্ৰিয়বৰেষু,

দুখীয়া বন্ধুৰ দুখীয়া উপহাৰটি সাদৰেৰে তোমালোকৰ  
হাতত অৰ্পণ কৰিলোঁ । মেলি নোচোৱাকৈ সম্প্ৰতি তাক  
পেৰাত সুমাই, পেৰাটো সঁচাৰ-কাঠিৰে বন্ধ কৰি থবা । বস্তুটো  
কি, চাবৰ নিমিত্তে অদূৰ ভবিষ্যতত তোমালোকলৈ আহ্বান  
আহিব । ইতি

তোমালোকৰ অযোগ্য বন্ধু—

শ্ৰীবেণুধৰ ।





# উপহাৰ ।



মোৰ ভৱ-খেলাৰ লগৰীয়া

বন্ধু সকললৈ ।

প্ৰিয়বৰেষু,

দুখীয়া বন্ধুৰ দুখীয়া উপহাৰটি সাদৰেৰে তোমালোকৰ  
হাতত অৰ্পণ কৰিলোঁ । মেলি নোচোৱাকৈ সম্প্ৰতি তাক  
পেৰাত সুমাই, পেৰাটো সঁচাৰ-কাঠিৰে বন্ধ কৰি থবা । বস্তুটো  
কি, চাবৰ নিমিত্তে অদূৰ ভবিষ্যতত তোমালোকলৈ আহ্বান  
আহিব । ইতি

তোমালোকৰ অযোগ্য বন্ধু—

শ্ৰীবেণুধৰ ।





# দেহাৰ প্ৰলয় ।

( ১ )

ভৰ-খেলা খেলি,  
কেহেলি-কেন্দেলি

আহোঁ নাহোঁ বুলি,  
পালোঁ হি ইবেলি

মৰণ-দুৰাবখনি ঘোৰ মূৰ্ত্তিমন্ত !

আজি জীৱনৰ মোৰ অভিনয় অন্ত !

( ২ )

ওচৰত আই,  
হুমলীয়া ভাই,

কান্দিছে বোপাই,  
সোদৰ ককাই;

কান্দিছে স্নেহৰ লৰা, কন্যা মনোৰমা ।

কান্দিছে তিৰোতা মোৰ প্ৰাণ-প্ৰিয়তমা ।

( ৩ )

বোলে বৈজুচয়

কণাকণিকই,

“আৰু আশা নাই,

মৰণ নিশ্চয় !”

কাণত পৰিল চাঁট-কৰে কথা যাৰি ।

গোটেই শৰীৰ মোৰ উঠিল জিকাৰি ।



( ৪ )

দেখি মোৰ ভাৱ,                      মৰমৰ মাৰ  
 কান্দে হাওঁ-হাওঁ,                      কৰি কাও-বাও ;  
 কেতিয়াবা ভুকুৰায় দুই হাতে বুকু ।  
 বিহাৰ আগেৰে মোছে মাজে মাজে চকু ।

( ৫ )

এচুকত পৰি,                      মৰমৰ তিৰী  
 কান্দিছে বাগৰি,                      ধৰ্ফৰ্ কৰি ;  
 নামানি সান্ত্বনা-বাক্য আউলী-বাউলী ।  
 ধূলিৰে বিকৃত হল বিলাহৰ চুলি ।

( ৬ )

সুৰঁবিলেঁ। মই                      ধন-বস্তুচয়,  
 ধুনীয়া আলয়                      মায়া-মোহময় ;  
 মনত পৰিল মোৰ পেৰাটোৰ কাঠি,  
 দোলা, ঘোঁৰা, হাতী আৰু পথাৰৰ মাটি ।

( ৭ )

সুৰঁবিলেঁ। হাৰ                      গজ-মুকুতাৰ  
 মোৰ তিবোতাৰ                      বিলাস-আধাৰ ;  
 সুৰঁবিলেঁ। বুকুখনি হাৰ-অলঙ্কৃত,  
 প্ৰিয়াৰ মোহিনী মূৰ্ত্তি সুসাজে সজ্জিত ।



( ৮ )

আজি বাতি হাঁয়                      ভীষণ শঙ্কাই  
আবৰি পেলায়                      মন-চিত্ত-কায় ;

দুপৰ নিশাত হল জগত গহীন ।  
বেৰি আছে বন্ধুবৰ্গ, সৰে বাক্যহীন ।

( ৯ )

এনেতে শালৰ                      ঘোঁৰা মৰমৰ,  
ছিঙ্গি ডোল বৰ,                      মাৰিলে লৱৰ ;

জানিলে মৰণ মোৰ নিচেই ওচৰ ।  
জানিলোঁ পালে হি আজি আদেশ কালৰ ।

( ১০ )

বুকু কঁপি যোৱা                      শিয়ালৰ হোৱা  
শুনি সমজুৱা                      চকিত পেপুৱা ;

উপায়বিহীন সৰে নিমাত, নিস্তৰ্ক ।  
অন্তৰত প্ৰাণ-চিত্ত আলোড়িত, ক্ষুৰ্ক !

নিয়তি চৰাই                      ডালত বগাই  
“নিওঁ” বোলে হাঁয়                      দঢ়াই দঢ়াই ;

মৰণ-বাতৰি আনে ক'ৰপৰা আহি !  
চিত্ত অসংযতভাৱে ফুৰে মোৰ ভাহি !



( ৪ )

দেখি মোৰ ভাৱ,                      মৰমৰ মাৰ  
 কান্দে হাওঁ-হাওঁ,                      কৰি কাও-বাও ;  
 কেতিয়াবা ভুকুৰায় দুই হাতে বুকু ।  
 বিহাৰ আগেৰে মোছে মাজে মাজে চকু ।

( ৫ )

এচুকত পৰি,                      মৰমৰ তিৰী  
 কান্দিছে বাগৰি,                      ধব্‌ফব্‌ কৰি ;  
 নামানি সান্ত্বনা-বাক্য আউলী-বাউলী ।  
 ধূলিৰে বিকৃত হল বিলাহৰ চুলি ।

( ৬ )

সুৰঁৰিলোঁ মই                      ধন-বস্তুচয়,  
 ধুনীয়া আনয়                      মায়া-মোহময় ;  
 মনত পৰিল মোৰ পেৰাটোৰ কাঠি,  
 দোলা, ঘোঁৰা, হাতী আৰু পথাৰৰ মাটি ।

( ৭ )

সুৰঁৰিলোঁ হাব                      গজ-মুকুতাৰ  
 মোৰ তিবোতাৰ                      বিলাস-আধাৰ ;  
 সুৰঁৰিলোঁ বুকুখনি হাব-অলঙ্কৃত,  
 প্ৰিয়াৰ মোহিনী মূৰ্ত্তি সুসাজে সজ্জিত ।



( ৮ )

আজি বাতি হাঁয়                      ভীষণ শঙ্কাই  
আবৰি পেলায়                      মন-চিত্ত-কায় ;

দুপৰ নিশাত হল জগত গহীন ।

বেৰি আছে বন্ধুবৰ্গ, সৰে বাক্যহীন ।

( ৯ )

এনেতে শালৰ                      ঘোঁৰা মৰমৰ,  
ছিঙ্গি ডোল বৰ,                      মাৰিলে লৱৰ ;

জানিলে মৰণ মোৰ নিচেই ওচৰ ।

জানিলোঁ পালে হি আজি আদেশ কালৰ ।

( ১০ )

বুকু কঁপি যোৱা                      শিয়ালৰ হোৱা  
শুনি সমজুৱা                      টকিত পেপুৱা ;

উপায়বিহীন সৰে নিমাত, নিস্তন্ধ ।

অন্তৰত প্ৰাণ-চিত্ত আলোড়িত, গুৰু !

নিয়তি চৰাই                      ডালত বগাই

“নিওঁ” বোলে হাঁয়                      দঢ়াই দঢ়াই ;

মৰণ-বাতৰি আনে ক'ৰপৰা আহি !

চিত্ত অসংযতভাৱে ফুৰে মোৰ ভাহি !



( ১২ )

চকুলো ধাৰেৰে                      ছুগালে বাগৰে ;  
 বুকু ঘনে লৰে                      ধৰ্ফব্ কৰে ;  
 থউকি-বাথউ মন কৰে আতিকই,  
 চিনাকি পৃথিবী মোৰ এৰি যাবলই ।

( ১৩ )

অৱশ শবীৰ                      হল ধীৰে-ধীৰ ;  
 পাৰ্থিব মতিৰ                      গতি-ক্ৰিয়া স্থিৰ ;  
 পৰিল কাণৰ লতি, চকুৰশ্মি গল !  
 পৰিল নাকৰ পাহি, নখ ধেলা হল !

( ১৪ )

এবে উপস্থিত                      ছুৱাৰ-দলিত ;  
 মৰণ নিশ্চিত                      আজিৰ তিথিত ;  
 সাৰিব নোৱাৰোঁ আজি মৰণৰ হাত !  
 অন্ত হল আজি মোৰ পৃথিবীৰ ভাত !

( ১৫ )

কন্দা-কতা কৰি,                      নিলে ধৰাধৰি,  
 ঘৰৰ বাহিৰি,                      বন্ধুৱে আগুৰি ;  
 গুৱালে লাহেকৈ মোক তুলসী-তলত  
 আথে-বেথে সকলোৱে কলাৰ পাতত ।



( ১৬ )

মন্ত্ৰ-উচ্চাৰণ                      কৰে গুৰুজন,  
বোলে ঘনে-ঘন—                      “লোৱাঁ নামধন” ;  
জানিলোঁ। তেতিয়া, এয়ে মৰণৰ থলী ;  
ছিগি যাব তিলেকতে সংসাৰ-শিকলি ।

( ১৭ )

কিহৰে বা মাতি                      হাঁয় অকস্মাত্,  
কাণৰ গুহাত                      পৰিল নিৰ্ঘাত !  
কিয় নো কাটিছে বাঁহ, কিবা কথা পাঙ্গি ?  
বুজিলোঁ সাজিছে মোৰ মৰণৰ চাঙ্গি !

( ১৮ )

উপজিছে ভয়,                      যাম অকলই  
হাঁয় কেনেকই                      আজি বাক মই !  
নেদেখা-নুশুনা ৰাজ্য, অচিনাকি দেশ ।  
মনত আশঙ্কা-ডৰ লাগিছে বিশেষ ।

( ১৯ )

দেখা নাইকিয়া                      বাট কেনেকুৱা ;  
পোনে পোনে যোৱা,                      নাইবা পকোৱা ;  
বাঘ ভালুকৰ ভয় আছে নে কি হাঁয় !  
হাবি নে মুকলি ঠাই, একো জনা নাই ।



( ২০ )

দেখাবলৈ বট্ট কোনো নাই তাত ;  
কোনে দিব জাতি এই দুৰ্দশাত ;  
চাই লওঁ শেষ বাৰ চকুৰে এতিয়া  
পুত্ৰ পৰিবার বন্ধু পুৰণি-কলীয়া ।

( ২১ )

হিয়া ভাগি যায়, কত কথা হাঁয়  
মনত খেলায়, তাৰ অন্ত নাই !  
গোটাই সংসাৰ মোৰ মনত পৰিছে ।  
বিজুলী-সঞ্চাবে শত ভাব লৰিছে ।

( ২২ )

ভাব আছে যায়, আদি অন্ত নাই ;  
ছায়া-চিত্ৰপ্ৰায় লৰি পলায় ;  
পৃথিবীৰ পূৰ্ণদিন-বিয়াপী ভাবনা  
মনৰ পটত হয় তিলেকে থাপনা ।

( ২৩ )

অকস্মাত্ মোৰ অতীব দুৰ্ঘোৰ  
শোক-ভাববোৰ পালে জানা ওৰ ;  
নাই আৰু শৰীৰত যন্ত্ৰনা-বেদনা,  
নাই অন্তৰত আৰু বিষাদ-ভাবনা ।



( ২৪ )

ইগোটা দেহাৰ  
লাগে এই বাৰ  
মনটি উৰিব খোজে অতি উলহিত ।  
আকাশী ডেউকা যেন যুক্ত শৰীৰত ।

( ২৫ )

পুত্ৰ-পৰিজন                      শোকত মগন ;  
কান্দে ঘনে-ঘন,                      ঘৰ-বাৰী ছন !  
চাইছেঁ। নিৰ্লিপ্তভাৱে সকলো সংসাৰ ।  
নাই নাই এফেৰিও বেজাৰৰ ভাৰ ।

( ২৬ )

জানিলোঁ জানিলোঁ,                      ঠাৱৰে জানিলোঁ,  
এতিয়া বুজিলোঁ                      সাঁথৰ সকলো ;  
এয়ে মৰণৰ মোৰ প্ৰথম ঘটন ।  
মৰণ-বাটৰ আগ-দুৱাৰ ইখন ।

( ২৭ )

শৱ আছে বেৰি                      যত নৰ নাৰী ;  
কয় ধীৰি ধীৰি—                      মৰিল বপুৰি !  
কৰালে দেহাটি মোৰ বিধিমতে স্নান ।  
দিলে শৰীৰত নৱবস্ত্ৰ পৰিধান ।



( ২৮ )

“জয় বাম” বুলি                      ধীৰে ধীৰে তুলি,  
 সরে ধৰি-মেলি                      চান্দিত ইবেলি  
 নিলে শ্মশানলৈ মোক কৰি হৰিধ্বনি ।  
 মৰণৰ মহাশঙ্কা বাজে ঘনে-ঘনি ।

( ২৯ )

চিতাব আকাৰ                      দেখি হাহাকাৰ  
 কৰে সমজ্যাব                      লোক অনিবার ;  
 খন্তেকতে ভস্মীভূত পৃথিবীৰ কায় !  
 ভৌতিক দেহাটি হাঁয় হল পুৰি ছাই !

( ৩০ )

নিৰ্বিকাব হই                      আছেঁ মই চাই;  
 চিন্তা-শোক নাই,                      লুপ্ত শঙ্কা-ভয়;  
 আনেঙ্গে আনেঙ্গে ফুঁবো চাই কাৰ্যা-গতি ।  
 সংলিপ্ত নাথাকে মোৰ একোতেই মতি ।

( ৩১ )

সকলোৱে কয় —                      “মায়া-মোহগয়  
 ধন-বস্তুচয়,                      একোৱে নবয় ;  
 সংসারত সাৰ-বস্তু মাথোন ঈশ্বৰ ।  
 ধৰ্ম্মনিষ্ঠ হব লাগে যত নাৰী নৰ” ।



( ৩২ )

স্বজন যিমান,                      চিন্তাকুল-প্রাণ,  
এবিলে শ্মশান,                      পালে নিজ স্থান ;  
মুহূর্ত্তে পাহিলে শ্মশান-বাতরি ।  
মায়া-মোহে সকলোকে পেলালে আবরি ।

( ৩৩ )

হল ভস্মসাত্                      দেহাটি চিতাত ;  
মৰণৰ ছাঁত                      আছেঁ হে ইয়াত ;  
মৰণ-দুৰাবদলি চেবিলেঁ। সঁচাই ।  
কলে যাম, কেনি যাম, কব পৰা নাই ।

( ৩৪ )

দীঘল বুলনী,                      একাৰ ঢাকনী,  
যাওঁ সেই পিনি,                      চকুৰে নমণি ;  
চলি চলি যাওঁ, খোজ ভবিষে নাকাটি ।  
কোনে নো উবাই নিয়ে, কবকে নোরাবি ।

( ৩৫ )

নাই একো ভয়,                      নিচেই সংশয় ;  
নাভাবোঁ হে মই                      যাম নো কলই ;  
জানো এয়ে মৰণৰ বুলনী দীঘলী ।  
পাম গই কোন্ ঠাই এই বাটে চলি ?



( ২৮ )

“জয় বাম” বুলি                      ধীৰে ধীৰে তুলি,  
 সৰে ধৰি-মেলি                      চাঙ্গিত ইবেলি  
 নিলে শ্মশানলৈ মোক কৰি হৰিধ্বনি ।  
 মৰণৰ মহাশঙ্কা বাজে ঘনে-ঘনি ।

( ২৯ )

চিতাৰ আকাৰ                      দেখি হাহাকাৰ  
 কৰে সমজ্যাৰ                      লোক অনিবার ;  
 খন্তেকতে ভস্মীভূত পৃথিবীৰ কায় !  
 ভৌতিক দেহাটি হাঁয় হল পুৰি ছাই !

( ৩০ )

নিৰ্বিকার হই                      আছেঁ মই চাই;  
 চিন্তা-শোক নাই,                      লুপ্ত শঙ্কা-ভয়;  
 আলেঙ্গে আলেঙ্গে ফুঁৰো চাই কাৰ্য্য-গতি ।  
 সংলিপ্ত নাথাকে মোৰ একোতেই মতি ।

( ৩১ )

সকলোৱে কয়—                      “মায়া-মোহগয়  
 ধন-বস্তুচয়,                      একোৱে নবয় ;  
 সংসাৰত সাৰ-বস্তু মাথোন ঈশ্বৰ ।  
 ধৰ্ম্মনিষ্ঠ হব লাগে যত নাৰী নৰ” ।



( ৩২ )

স্বজন যিমান,                      চিন্তাকুল-প্রাণ,  
এবিলে শ্মশান,                      পালে নিজ স্থান ;

মুহূর্ত্তে পাহবিলে শ্মশান-বাতবি ।  
মায়া-মোহে সকলোকে পেলালে আববি ।

( ৩৩ )

হল ভস্মসাত্                      দেহাটি চিতাত ;  
মরণর ছাঁত                      আছেঁ হে ইয়াত ;

মরণ-দুরাবদলি চেবিলেঁ। ঝঁটাই ।  
কলৈ যাম, কেনি যাম, কব পরা নাই ।

( ৩৪ )

দীঘল বুলনী,                      এক্কাব ঢাকনী,  
যাওঁ সেই পিনি,                      চকুৰে নমণি ;

চলি চলি যাওঁ, খোজ ভবিবে নাকাড়ি ।  
কোনে নো উবাই নিয়ে, কবকে নোরাবি ।

( ৩৫ )

নাই একো ভয়,                      নিচেই সংশয় ;  
নাভাবোঁ হে মই                      যাম নো কলই ;

জানো এয়ে মরণর বুলনী দীঘলী ।  
পাম গই কোন্ ঠাই এই বাটে চলি ?



( ৩৬ )

এন্ধাব এন্ধাব,                      চৌদিশে এন্ধাব,  
ওপৰে এন্ধাব                      তলত এন্ধাব ;  
এন্ধাবতে গই থাকোঁ, থাকোঁ গই গই—  
ভাগব-জোগব নাই, খন্তেক নবই ।

( ৩৭ )

সন্মুখত ইকি,                      বিণিকি-বিণিকি  
দেখোঁ চিকি-মিকি                      পোহৰ ধিমিকি !  
দীঘলীয়া বুলনীৰ জানো হল শেষ ।  
পাম নে কি এই বাৰ কিবা ভাল দেশ ?

( ৩৮ )

এখনি ছুৰাব                      বহল ডাঙ্গৰ,  
আছে থৰে-থৰ                      প্রকাণ্ড লোৰৰ ;  
ছুৰাবৰ বাজে জানো পোহৰ বিশেষ ।  
এতে পৰে অন্ত হব এন্ধাবৰ দেশ ।

( ৩৯ )

জানিলোঁ জানিলোঁ,                      ঠাৱৰে জানিলোঁ,  
এতিয়া বুজিলোঁ                      সাঁথৰ সকলো ;  
এয়ে মৰণৰ মোৰ দ্বিতীয় ঘটন ।  
মৰণ-বাটৰ পিচ-ছুৰাব ইখন ।



( ৪০ )

দুৱাৰ-দলিত                      হলেঁ। উপস্থিত ;  
মন ব্যৱস্থিত,                      হল শান্ত চিত ;  
দেখি ঠাই লাগে মোৰ আনন্দ বিশেষ  
এয়ে নে কি পৰলোক, পোহৰৰ দেশ

( ৪১ )

হলেঁ। মই পাৰ                      ইখনি দুৱাৰ ;  
কত নো আকাৰ                      সম্মুখত মোৰ  
ছঁয়াময়া সাজ পিন্ধি চৌদিশে বেৰিছে ।  
কোন নো জাতীয় প্ৰাণী, কিয় বা আহিছে ?

( ৪২ )

মৃত প্ৰিয়জন,                      মৃত পৰিজন,  
বান্ধৱ স্বজন                      কৰিছে। দৰ্শন ;  
কোৱা মোক দয়া কৰি কেনি যাম মই ।  
তোমাৰ লগতেই দিবা নে আশ্ৰয় ?

( ৪৩ )

সবেও সমূলি                      নামাতি নুবুলি,  
হাতৰ আঙ্গুলি                      ওপৰলৈ তুলি,  
কৰিলে সঙ্কেত মাথোঁ—“গই থাকা তুমি,  
তোমাৰ নিৰ্দিষ্ট জানা পাবা গই ভূমি” ।



( ৪৪ )

হল অদৰ্শন                      নিজ পৰিজন,  
ইষ্ট-বন্ধুগণ,                      নুবুলি বচন ;  
মৰণ-ছূৰাৰ এবি, বাটে বাটে চলি,  
জানিলেঁ। সিপুৰী মই পাম এই বেলি ।

( ৪৫ )

দেহাৰ প্ৰলয়                      ঘটিল নিশ্চয়,  
জানিলেঁ। হে মই                      আজি সঁচাকই ;  
নতুন জীৱন পালেঁ। অগিয়া মাধুৰী ।  
এই বাটে চলি গই পাম নৱপুৰী ।

( ৪৬ )

মানৱী জীৱন                      জানা অভগন ;  
দেহা-বিসৰ্জন                      মাথোন মৰণ ;  
আতমাৰ নাশ নাই, গম পালেঁ। আজি ।  
নৱধামলই যাওঁ, নৱসাজে সাজি ।



( ৪৪ )

হল অদৰ্শন                      নিজ পৰিজন,  
ইষ্ট-বন্ধুগণ,                      হুবুলি বচন ;  
মৰণ-ছূৰাৰ এৰি, বাটে বাটে চলি,  
জানিলেঁ। সিপুৰী মই পাম এই বেলি ।

( ৪৫ )

দেহাৰ প্ৰলয়                      ঘটিল নিশ্চয়,  
জানিলেঁ। হে মই                      আজি সঁচাকই ;  
নতুন জীৱন পালেঁ। অগ্নিয়া মাধুৰী ।  
এই বাটে চলি গই পাম নৱপুৰী ।

( ৪৬ )

মানৱী জীৱন                      জানা অভগন ;  
দেহা-বিসৰ্জন                      মাথোন মৰণ ;  
আতমাৰ নাশ নাই, গম পালেঁ। আজি ।  
নৱধামলই যাওঁ, নৱসাজে সাজি ।